কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ পঞ্চম সংখ্যা ❑ ভাদ্র-১৪৩২, আগস্ট-সেপ্টেম্বর-২০২৫ ❑ পৃষ্ঠা ৮

পাবনায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ এর উদ্বোধন ... ২

খুলনা বিভাগীয় বৃক্ষমেলায় ৬০ লক্ষ টাকার গাছের চারা বিক্রি ... ৩

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অ্যাভোক্যাডো চাষে সফলতা ... ৪

অতিরিক্ত সচিব এর সাথে ডিএই ঢাকা অঞ্চলের মতবিনিময় ... ৫

মিনি কোল্ডস্টোরেজ কৃষকের ক্ষতি কমাবে – মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, শীত মৌসুমে দেশে প্রচুর সবজি উৎপন্ন হয়। সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় সবজি পঁচে যাওয়ায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিনি কোল্ডস্টোরেজে সবজি সংরক্ষণ করা যাবে। মিনি কোল্ডস্টোরেজ কৃষকের ক্ষতি কমাবে। ২৭ আগস্ট ২০২৫ মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের মেদুলিয়া এলাকায় ফার্মারস মিনি কোল্ডস্টোরেজ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রকল্প সম্প্রসারণ বিষয় উল্লেখ করে মাননীয় উপদেষ্টা বলেন ফারমার্স মিনি কোল্ডস্টোরেজ কেবল ফসল সংরক্ষণ নয়, বরং কৃষি অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে এ প্রকল্পকে আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের হাতে পৌঁছে যাবে। মানিকগঞ্জে গাজর, শীতকালীন সবজি বেশি উৎপাদন হয়। এই ব্যবস্থায় কৃষক, ভোক্তার সরাসরি উপকৃত হবেন। এ মিনি কোল্ডস্টোরেজে পরে আরও বাড়ানো হবে। প্রয়োজনে কৃষকরা নিজেরাও বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারবেন অল্প খরচে। আমরা কৃষকদের কারিগরি সহায়তা দেব। মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, নকল ও ভেজাল বীজের ব্যাপারে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ফারমার্স মিনি কোল্ডস্টোরেজ উদ্বোধন করেন

রাজশাহীতে "Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook ২০৫০" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

"Transforming Bangladesh Agriculture: Outlook ২০৫০" শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা (TARAPS) Project, Ministry of Agriculture এর উদ্যোগে Primary Teacher's Training Institute (PTI), Rajshahi-তে ৩০ আগস্ট ২০২৫ সকাল ৯.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অনুবিভাগের, অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) খোন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি ও রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আফিয়া আক্তার। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বিএআরসিতে 'উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জোবায়ের হোসেন বাবলু অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর কৃষি প্রকৌশল ইউনিটের আয়োজনে 'Climate Resilient Sustainable Agrifood Systems in the Salt-Affected Coastal Zones of the Ganges Delta: Evidence and Future Roadmaps' (গাঙ্গীয় বদ্বীপের লবণাক্ত উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষিখাদ্য ব্যবস্থা: প্রমাণক এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা) শীর্ষক একটি কর্মশালা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রবিবার বিএআরসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ACIAR, Australia এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের (কেজিএফ) অর্থায়নে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মো. ইলিয়াছ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, পঞ্চগড়, দেবীগঞ্জ বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. ইলিয়াছ হোসেন বলেন, মানুষের নিরাপদ খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতকরণের ওপর আমরা জোর দিচ্ছি। এজন্য টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গম ও ভুট্টা পানি সাশ্রয়ী দানা ফসল এজন্য বাংলাদেশের গম ও ভুট্টা দানা ফসল চাষাবাদ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। ১৯ আগস্ট ২০২৫ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র শ্যামপুর, রাজশাহীর এর উদ্যোগে রাজশাহীর আঞ্চলিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী গবেষণা পর্যালোচনা (২০২৪-২৫) ও ভবিষ্যৎ গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়ন (২০২৫-২৬) শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি এসব বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরো বলেন, ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত 'বারি গম-৩৩' মাঠ পর্যায়ে বেশ ভালো। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন চার থেকে পাঁচ মেট্রিক টন। জাতটি ১৫ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বপনের উপযুক্ত সময়। তবে মধ্যম মাত্রার তাপসহনশীল হওয়ায় এটি ৫ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে বপন করলে অন্য জাতের তুলনায় বেশি ফলন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহীর আঞ্চলিক কেন্দ্র এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. জাহেরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল ওয়াদুদ; রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. আজিজুর রহমান, রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মো. শফিকুল ইসলাম। কর্মশালায় গম চাষের বর্তমান পরিস্থিতি ও চাষাবাদ সম্পর্কে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জাহেরুল ইসলাম।

মো: এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

পাবনায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ এর উদ্বোধন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম জেলা প্রশাসক, পাবনা

"অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১৮ আগস্ট ২০২৫ পাবনায় সপ্তাহব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর, পাবনার আয়োজনে সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, পাবনা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, জলবায়ুর প্রভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অবৈধ জালের ব্যবহার, ডোবা ও জলাশয় ভরাট করা, মা মাছের আবাসস্থলের অভাব, ডিম ছাড়ার আগেই মা মাছ ধরে ফেলাসহ বিভিন্ন কারণে দিনদিন কমে যাচ্ছে দেশি মাছের প্রাপ্যতা। এর থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরা বন্ধ রেখে মৎস্যজীবীদের বিশেষ প্রণোদনা বিতরণ, অভয়াশ্রম তৈরির মতো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, যাতে মাছের জীববৈচিত্র্য এবং উৎপাদন দুটোই বৃদ্ধি পায়।

তিনি আরো বলেন, নিরাপদ উপায়ে মাছের উৎপাদন বাড়াতে হবে। অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক কোন রাসায়নিক, খাবার, হরমোন প্রয়োগ করা যাবে না। ফসলি জমি নষ্ট করে পুকুর খননের মাধ্যমে মাছ উৎপাদন না করার প্রতি আহ্বান জানান।

জেলা মৎস্য অফিসার দীপক কুমার পাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর; মোঃ তৌহিদ ইকবাল, উপপরিচালক, এনএসআই ও আক্তারুজ্জামান আক্তার, সভাপতি, প্রেস ক্লাব। অনুষ্ঠানে পাবনা জেলায় মৎস্য খাতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ জন মৎস্যচাষিকে পুরষ্কৃত করা হয়। দেশের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি ও আলোচনা সভায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, হ্যাচারি মালিক, ব্যবসায়ী, এনজিও এবং কোম্পানি প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

ব্রি ধান৯৮ জাতের ফসল কর্তনের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ব্রি ধান৯৮ জাতের ফসল কর্তন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন কৃষিবিদ মো সিরাজুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, রংপুর

প্রতিকূল জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলা করে ধানের ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া কৃষি জমির পরিমাণ, ভূগর্ভস্থ পানিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষিশ্রমিক ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ধান উৎপাদনে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল আধুনিক জাত, টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফলন বাড়ানো তথা খাদ্য নিরাপত্তা পাশাপাশি পুষ্টি নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর অন্যতম লক্ষ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মিঠাপুকুর রংপুরের সার্বিক সহযোগিতায়, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রংপুরের উদ্যোগে ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে বালারহাট মিঠাপুকুরে কৃষক মো. তুহিন মিয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

খুলনা বিভাগীয় বৃক্ষমেলায় ৬০ লক্ষ টাকার গাছের চারা বিক্রি

বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোঃ হুসাইন শওকত প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন

'পরিকল্পিত বনায়ন করি, সবুজ বাংলাদেশ গড়ি' প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৮ দিনব্যাপী খুলনা বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৫। খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠের টেনিস গ্রাউন্ড সংলগ্ন মাঠে জেলা প্রশাসন ও সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ এ বৃক্ষমেলার আয়োজন করে। মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আমাদের গাছ লাগানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। গাছ লাগানোর পর বড় করতে অনেক দিন লেগে যায়, কিন্তু কাটতে খুবই অল্প সময় লাগে। আমরা কোন পরিকল্পনা ছাড়াই কেটে থাকি। কিন্তু একটা গাছ কাটার পরিবর্তে কয়টা গাছ রোপণ করতে হবে সে বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। মুক্ত আলোচনায় উঠে আসে আমাদের সন্তানরা যেন গাছ লাগায়

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পুষ্টি কর্নার : কদবেল

কদবেলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং স্বল্প পরিমাণে লৌহ, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও ভিটামিন সি বিদ্যমান। প্রতি ১০০ গ্রাম কদবেলে জলীয় অংশ ৮০.৯ গ্রাম, জিংক ০.৩৭ গ্রাম, আঁশ ৩.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৪ কিলোক্যালরি, আমিষ ৩.১ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, শর্করা ১০.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৭৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৭ মিলিগ্রাম, থায়ামিন ০.৮০ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লাবিন ০.০৩ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ১২.৮মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কদবেল বেশি জন্মে। কদবেল যকৃত ও হৃদপিণ্ডের বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে। বিষাক্ত পোকামাকড় কামড়ালে ক্ষতস্থানে ফলের শাঁস এবং খোসার গুঁড়ার প্রলেপ দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। কচি পাতার রস দুধ ও মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে ছোট ছেলেমেয়েদের পিত্তরোগ ও পেটের অসুখ নিরাময় হয়। কাঁচা ও পাকা কদবেল দুভাবেই খাওয়া হয়। এছাড়া আচার, চাটনি বানাতেও কদবেল ব্যবহৃত হয়। পাকা কদবেল ভর্তা বানিয়ে খাওয়া বেশ জনপ্রিয়।

সূত্র: কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস

কটিয়াদীতে বস্তায় আদা চাষে কৃষকের সাফল্য

কৃষিবিদ মো. ছাইফুল আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকের আদা চাষের মাঠ পরিদর্শন করেন

ভেষজগুণে সমৃদ্ধ জনপ্রিয় মসলা আদা বস্তায় চাষ করে সাড়া ফেলেছেন কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলা আচমিতা ইউনিয়নের অষ্টঘড়িয়া গ্রামের মো. তুহিন মিয়া নামে এক কৃষক। স্বল্প জায়গায়, কম সময়ে বস্তায় আদা চাষে স্বাভাবিক চাষ পদ্ধতির চেয়ে তিনগুণ ফলন পাওয়ার আশা এই কৃষকের। উৎপাদন খরচ বাদেও কয়েক গুণ লাভ দেখে আগ্রহী হচ্ছেন অন্য চাষিরাও। কৃষক তুহিনের আদা চাষের মাঠ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. ছাইফুল আলম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কিশোরগঞ্জের ডিডি, ডিটিও, এডিডি (ক্রপ), এডিডি (পিপি)ও অতিরিক্ত কৃষি অফিসার।

মাঠ পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, আজকের কৃষিতে নতুনত্ব আনতে হবে। বর্তমানে জমির স্বল্পতার কারণে অনেকে কৃষি থেকে দুরে সরে যাচ্ছেন। তাদের জন্য একটি সুন্দর সমাধান হলো বস্তায় আদা চাষ।

আদা চাষি মো. তুহিন মিয়া বলেন, বস্তায় আদা চাষে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো বাড়ির আঙ্গিনায় খুবই সীমিত খরচ আর অল্প শ্রমে চাষ করা সম্ভব। বস্তায় আদা চাষ করতে মোট ২৫০০০ টাকা খরচ হয়েছে, বাজার দর ভালো থাকলে বিক্রি হবে ১ লাখ টাকা। একেকটি বস্তায় আদা পাওয়া যাবে প্রায় দেড় থেকে দুই কেজি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেকে আদা চাষ দেখতে আসেন।

কামরুন্নাহার (কাঁকন), কৃতসা, ঢাকা

বরিশালে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আহসান হাবিব

পরিকল্পিত বনায়ন করি, নতুন বাংলাদেশ গড়ি-এই প্রতিপাদ্যের আলোকে ২১ আগস্ট, ২০২৫ বরিশালে অনুষ্ঠিত হয় পক্ষকালব্যাপী বৃক্ষ মেলা। এ উপলক্ষ্যে নগরীর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আহসান হাবিব।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, গাছ আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িত। তাই নিজেদের স্বার্থেই বৃক্ষরোপণ জরুরি। তিনি বসত

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

রাজধানী ফার্মগেট বিএআরসি অডিটোরিয়ামে The Pilot Collection and Disposal Of Primary Pesticide Packaging Waste (PPPW) in Bangladesh এর সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইং পরিচালক মো. ওবায়দুর রহমান মণ্ডল। কর্মশালায় প্রকল্পের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিএইর উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের অতিরিক্ত উপপরিচালক মোঃ মহিউদ্দিন মজুমদার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আহমেদ ফয়সাল ইমাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক এস. এম সোহরাব উদ্দিন, প্রশিক্ষণ উইংয়ের পরিচালক বেলাল উদ্দিন, মো. ইমানুন নবী খান পিএইচডি, FAO রিপ্রেজেন্টটিভ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে খালি কনটেইনারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবেশে বালাইনাশকের প্রভাব হ্রাস করা হয়েছে (সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।

কৃষিবিদ ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অ্যাভোক্যাডো চাষে সফলতা

মিরসরাইয়ে অ্যাভোক্যাডো ফল চাষ করে সফল হয়েছেন তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা মো. ওমর শরীফ। বিদেশি এই পুষ্টিকর ফলের পরীক্ষামূলক চাষে তিনি শুধু সফলই হননি বরং এটি দেশের কৃষিক্ষেত্রে একটি নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। অ্যাভোক্যাডো এখন দেশের মাটিতে ফলছে। পুষ্টিগুণে ভরপুর এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী এই ফল।

কয়েক বছর আগে মো. ওমর শরীফ ইন্দোনেশিয়া থেকে ১০টি অ্যাভোক্যাডো গাছের চারা সংগ্রহ করে তার জোহরা এগ্রো ফার্মস অ্যান্ড নার্সারিতে রোপণ করেন। নিয়মিত পরিচর্যা এবং অনুকূল পরিবেশে গত দুই বছর ধরে গাছগুলোতে ফল আসা শুরু হয়েছে। এই বছর তিনি প্রায় ৫০০ কেজির বেশি ফল সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং ভালো দামেই বিক্রি করেছেন। তার এই প্রাথমিক সফলতা প্রমাণ করে যে বাংলাদেশের আবহাওয়া অ্যাভোকাডো চাষের জন্য উপযোগী। তিনি আশা করছেন, আগামী বছরগুলোতে বাকি গাছগুলো থেকেও ভালো ফলন পাওয়া যাবে। তিনি মেক্সিকান হাস প্রজাতির অ্যাভোক্যাডোর চারাও লাগিয়েছেন, যা ভবিষ্যতে স্থানীয় চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে। তার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দেশের অন্য তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য অনুপ্রেরণা।

সুলতানা রাজিয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন রাজশাহীতে

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের আয়োজনে ও রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজশাহী উপপরিচালের কনফারেন্স রুমে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রোজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো: নূরুল ইসলাম সভাপতিত্বে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. বেগম সামিয়া সুলতানা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা ল্যান্ড ইভালুয়েশন অ্যান্ড কোরিলেশন শাখার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: আলতাফ হোসেন, রাজশাহী মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের বিভাগীয় গবেষণাগারের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ কে এম আমিনুল ইসলাম, রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজশাহীর উপপরিচালক মোছা: উম্মে সালমা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া কোন কাজে সফল হওয়া যায় না। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আজকে প্রগতিশীল কৃষক ও তারুণদের নিয়ে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়েছে। সুস্থ জীবনের জন্য সুস্থ মাটির প্রয়োজন। সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ক্যাম্পেইনে কৃষকদের মধ্যে সুষম সার ব্যবহার কম্পোস্ট সার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ ধারাবাহিক ভাবে চলছে। এই ধরনের কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সেই সাথে বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. বেগম সামিয়া সুলতানা, মহাপরিচালক মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

অতিরিক্ত সচিব এর সাথে ডিএই ঢাকা অঞ্চলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা অঞ্চলের আয়োজনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের সাথে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা রাজধানীর কৃষি খামার সড়কের তুলা ভবনের নিচতলার প্রশিক্ষণ কক্ষে ২৮ আগস্ট, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ জাকির হোসেন।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, যুগের সাথে তালমিলিয়ে কৃষির আধুনিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। ঢাকাসহ সারাদেশের ল্যান্ডস্কেপিং প্রফেশনাল তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া পরিবেশবান্ধব নগরকৃষি গড়তে সিটি কর্পোরেশনের সাথে দ্বিপাক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে শহরে সবুজায়ন করতে হবে। এ ছাড়া ছাদ কৃষির জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ নীতিমালা আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভায় ঢাকা অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ তাদের প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনা করেন। একইসাথে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তোরণের উপায় নিয়ে মতবিনিময় করেন। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পরিবেশবান্ধব নগর কৃষির ভূমিকা শীর্ষক উপস্থাপনা করেন ঢাকা জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মুহাম্মদ শফিকুর রহমান।

উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোঃ জাকির হোসেন, ঢাকা অঞ্চলের আটটি জেলার উপপরিচালক, উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রের উপপরিচালক, ঢাকা অঞ্চলের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ প্রমুখ। এ সময় জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাগণ ও উদ্যানতত্ত্ববিদগণ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

আশিষ তরফদার, কৃতসা, ঢাকা

পাবনার বেড়ায় বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ

পাবনার বেড়া উপজেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়। প্রণোদনা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মোঃ মোরশেদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেড়া, পাবনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ নুসরাত কবীর, উপজেলা কৃষি অফিসার, বেড়া, পাবনা। এছাড়াও মোঃ আবদুল ওয়াহাব উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বেড়া উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বারি মাসকলাই ৩ বীজ বিতরণ করছেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ নুসরাত কবীর

এসময় অতিথিবৃন্দ বলেন, মাসকলাই হলো উচ্চ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ডাল ফসল। এটি ডাল ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাসকলাই খরা সহিষ্ণু ও শক্ত হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এবং আবহাওয়ায় চাষ করা যায়, যা কৃষকদের লাভবান হতে সাহায্য করে। সবুজ সার হিসেবেও এটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ ও কৃষির জন্য উপকার করে। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হওয়ায় উৎপাদন খরচ কম হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বেড়া, পাবনার আয়োজনে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ৬৬০ জন কৃষকের মাঝে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। এ সময় প্রতিজন কৃষকদের মাঝে বারি মাসকলাই-৩ জাতের ৫ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার দেওয়া হয়। কৃষকরা জানান, বিনামূল্যের এ সহায়তা তাদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। এতে উৎপাদন খরচ কমবে এবং লাভবান হওয়া যাবে। (মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

দিনাজপুরে গম ও ভুট্টার বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিনাজপুর। অনুষ্ঠানে গম ও ভুট্টা গবেষণার বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মো. মাহফুজ বাজ্জাজ, পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর), বিডাব্লিউএমআরই। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডাব্লিউএমআরই এর প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিজ্ঞানী, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী প্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৪-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পাঁচদিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন কারিগরি সেশনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর উপস্থিতিতে বিডাব্লিউএমআরই এর প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ে গত ১ বছরে সম্পাদিত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কর্মশালা শেষে বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনের প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে আগামী বছরের গবেষণার কর্মসুচি চূড়ান্ত করা হবে।

কৃষিবিদ মো: শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন

শেষ পৃষ্ঠার পর

হারাবে এবং ফসল উৎপাদন কমে যাবে।

গোদাগাড়ি উপজেলা পরিদর্শন শেষে রওনা হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়নসহ সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প-এর আওতায় জোন দপ্তর ভবন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে সচিব মহোদয় গোমস্তাপুর উপজেলায় অভিমান্যু মৌজায় বিএমডিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত ডাবল লিফটিং পদ্ধতিতে মহানন্দা নদীর পানি সেচ কাজে ব্যবহার এবং পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প-এর ইনটেক পয়েন্ট মকরমপুর ঘাট পরিদর্শন শেষে মচকৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডি) অতিরিক্ত সচিব নির্বাহী পরিচালক মো: তরিকুল আলম, অতিরিক্ত সচিব পরিকল্পনা অনুবিভাগ মির্জা আশফাকুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: ছাইফুল আলম, সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক মো: ওবায়দুর রহমান মণ্ডল, সরেজমিন উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন) ড. মো: জামাল উদ্দিন, রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো: আজিজুর রহমান এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) মোছাঃ ফেরদৌসী ইয়াসমিন। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর প্রধান, প্রিন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সদস্য, জনপ্রতিনিধি, কৃষক-কৃষণী, কৃষি বিভাগের মাঠপর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সহ প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন (২৮ আগস্ট, ২০২৫)।

মোছাঃ সুমনা আক্তারী, রাজশাহী

মিনি কোল্ডস্টোরেজ কৃষকের ক্ষতি কমাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ফারমার্স মিনি কোল্ডস্টোরেজ পরিদর্শন করেন

কৃষি জমি যাতে অন্য খাতে ব্যবহার না হয়, সে জন্য আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যেই কৃষি জমি সুরক্ষা আইন পাস করা হবে বলে জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. ছাইফুল আলমসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সাশ্রয়ী কোল্ডস্টোরেজ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে সারাদেশে ১০০টি ফারমার্স মিনি কোল্ডস্টোরেজ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়েছে। একটি ঘরভিত্তিক কোল্ডস্টোরেজে ১০ টন পণ্য রাখা যায় এবং খরচ প্রায় ৫ লাখ টাকা। কনটেইনার মডেলের খরচ ১৫ লাখ টাকা। প্রচলিত কোল্ডস্টোরেজের তুলনায় এই মিনি সংস্করণের খরচ প্রায় ৭০ শতাংশ কম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

রাজশাহীতে "Transforming Bangladesh Agriculture

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পিপিসি অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমানে কৃষি শুধু খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র নয়, বরং কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। তিনি জানান, বাংলাদেশের মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য সম্পদের পুষ্টিকর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আমরা আগামী ২৫ বছরের জন্য কৃষি নীতি প্রণয়নের পরিকল্পনা করছি।

খামারি অ্যাপের গুরুত্ব উল্লেখ করে প্রধান অতিথি বলেন, অ্যাপটি মাঠপর্যায়ে কৃষকদের জন্য ডিজিটাল ওয়ানস্টপ সার্ভিস হিসেবে কাজ করবে। খামারি অ্যাপের পরবর্তী সংস্করণে কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) সংযোজনের মাধ্যমে কৃষককে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান। ভূগর্ভের পানির স্তর কমে যাওয়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ বরেন্দ্র এলাকা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের পানিসাশ্রয়ী ফসল উৎপাদনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসলজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি আলু, আমের একমুখী ফসল উৎপাদনের পরিবর্তে কৃষকদের প্রয়োজনে প্রণোদনা নিশ্চিত করে বহুমুখী ফসল বছরব্যাপী উৎপাদনের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আগামী ২৫ বছরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের ইতিহাসে মাইলফলক হবে বলে তিনি জানান।

ওয়ার্কশপে আগত সব ধরনের সুবিধাভোগীর মতামত গ্রহণ করা হয়। এই কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তর, ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, প্রিন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সদস্য, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি বিভাগের মাঠপর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সাধারণ কৃষকসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ *নম্বরে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত*
(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

বিএআরসিতে 'উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা অনুবিভাগ) মোঃ জোবায়ের হোসেন বাবলু। বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান; কেজিএফের নির্বাহী পরিচালক ড. নাথু রাম সরকার; ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের মিশন উপপ্রধান মি. ক্লিন্টন পোবকি; ACIAR দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ড. প্রতিভা সিং।

কর্মশালায় প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করেন CSIRO, Canberra, Australia এর প্রধান গবেষণা বিজ্ঞানী ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ মাঈনুদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএআরসির প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সদস্য পরিচালক ড. মোঃ বক্তীয়ার হোসেন। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্ব শেষে কারিগরি সেশনে শস্য, পানি ও পশুপালন বিষয়ে অধ্যাপক ড. এম এ হামিদ; মৎস্য বিষয়ে অধ্যাপক ড. কাইজার আহমেদ সুমন এবং পানি, মানবস্বাস্থ্য ও জীবিকা বিষয়ে ড. আব্দুল্লাহ বক্তব্য প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ও নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান, ডিএই, বিএডিসি, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ উপকূলীয় এলাকায় কৃষি উন্নয়নে কাজ করে এরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আল-আমিন, প্রটোকল অফিসার
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার বি এম রাশেদুল আলম সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ইউনিয়নের মুশুরিখোলা একতা চাষি উন্নয়ন সমিতিতে আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত তারুণ্য এ প্রযুক্তি : কৃষির অগ্রগতি শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ, উপজেলা কৃষি অফিসার সাভার, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, ঢাকা উপস্থিত ছিলেন। *কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা*

ব্রি ধান৯৮ জাতের ফসল কর্তনের মাঠ দিবস

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

ব্রি ধান৯৮ জাতের ফসল কর্তন উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কৃষক ও কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১০০ জন অংশগ্রহনকারী ছিলেন। ফসল কর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কৃষিবিদ মো. সিরাজুল ইসলাম, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রি রংপুরের প্রধান ও প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মো. রাকিবুল হাসান। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মাহমুদা খাতুন, প্রিন্সিপাল সাইন্টেফিক অফিসার, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি গাজীপুর; ড. সেলিনা জাহান, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, ব্রি, রংপুর; কৃষিবিদ মো. শাহাদৎ হোসেন, বেতার কৃষি অফিসার, এআইএস ,রংপুর; কৃষিবিদ সাইফুল আবেদিন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মিঠাপুকুর, রংপুর। আলোচনায় উঠে আসে ২০২০ সালে উদ্ভাবিত ব্রি ধান৯৮ জাতটিতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ জাতের কান্ড শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না এবং পাকার পর ও গাছ সবুজ থাকে। এ জাতের ধানের গাছের গড় উচ্চতা ১০৪ সেন্টিমিটার, চিকন ও লম্বা। জাতটির ফসল কর্তন করে ১৪% আর্দ্রতায় ফলন ৫.৩ টন/হে. ফলন পাওয়া যায় যার জীবনকাল ১১০ দিন। স্বল্প খরচে কম সময়ে ফলনশীল হওয়ায় জাতটি নিয়ে সকলে সন্তোষ প্রকাশ করেন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলে ব্রি ধান৯৮ এর আবাদ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনার বিষয়ে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ ছাড়াও ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুর ও ডিএই এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ স্থানীয় কৃষক এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মো. শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

ময়মনসিংহে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ ড. সালমা লাইজু

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), নেত্রকোনার আয়োজনে কৃষি তথ্য সার্ভিসের হল রুমে গত ২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় ৩ দিনব্যাপী সুস্বাস্থ্যের জন্য ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোছা. আলতাফ-উন-নাহারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ ড. সালমা লাইজু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহের উপপরিচালক, মোছা. আফরোজা বেগম পারুল। এ প্রশিক্ষণে সেশনে পরিচালনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলাপর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রাণী সম্পদ, মৎস্যসম্পদ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা। প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের দেশের মানুষ অপুষ্টির শিকার। আমরা যা খাই তার অধিকাংশই ভেজাল। আমাদের প্রতিনিয়ত মাটিতে রাসায়নিক সার দিয়ে ব্যাঙ, কেচোঁ, সাঁপ এবং মৌমাছি ধ্বংস করা হচ্ছে। আলোক ফাঁদ, জীবাণু সার, ফেরোমন ফাঁদ প্রভৃতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করায় ফসলে বিশেষ করে সবজি এবং ফলে নাইট্রেট এবং অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক জমা হতে পারে, যা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। ইউরিয়া মিশ্রিত খাবার খেলে বমি, ডায়রিয়া, পেটব্যথা অস্বস্তি এবং শরীর দুর্বল হতে পারে। সভাপতি বলেন যে, সুষম খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আজ নিরাপদ খাদ্য খাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। মাংসে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, জিঙ্ক, কপার, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফেট থাকে। গর্ভবতী প্রসূতি মা ও শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ও শরীর গঠনে ডিম অপরিহার্য। ছোট পরিসরে আমরা কিছু মুরগি পালন করতে পারি। খাঁচা কিংবা ছোট ঘরে বাড়িতে ফেলে দেয়া খাবারের সাথে বাড়তি কিছু খাবার দিলেই অনায়াসে কয়টি মুরগি পালন করা যায়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ময়মনসিংহ সদর উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক মসজিদের ইমাম, পুরোহিত, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, এনজিও কর্মী এবং সাংবাদিকবৃন্দ।

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

বরিশালে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

বাড়ির আশেপাশে এবং বাড়ির ছাদে ফলদ এবং ভেষজগাছ রোপণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপকূলীয় বন সংরক্ষক মিহির কুমার দে, জেলা পুলিশ সুপার শরিফ উদ্দীন এবং ডিআইজি কার্যালয়ের পুলিশ সুপার রুনা লায়লা। এর আগে সার্কিট হাউজ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে বেলস পার্কে এসে শেষ হয়। মেলায় সরকারি-বেসরকারি ৫০টি স্টল স্থান পায়। আগত দর্শনার্থীদের মাঝে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। *নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

খুলনা বিভাগীয় বৃক্ষমেলায় ৬০ লক্ষ টাকার

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ও যত্ন করে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে উপস্থিত অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। গৃহিণী তানজিরা বেগম বলেন, গাছ এখন কেবল শখ নয়, পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটি অংশ। বিএল কলেজ শিক্ষার্থী আরজিনা আক্তার গাছের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে বলেন, গাছের যত্ন নেওয়া একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। একে বাঁচিয়ে রাখা মানে নিজের ভবিষ্যৎ বাঁচিয়ে রাখা।

মেলা আয়োজক নিয়ন্ত্রণ কক্ষের হিসেবে দেখা যায়, এবারের মেলায় ২৭ দিনে (৭ জুলাই-০২ আগস্ট) পর্যন্ত মোট ৫৯ লাখ ৮৩ হাজার ৭৯৫ টাকার বিভিন্ন প্রজাতির ৪৩ হাজার ৭২১টি চারা বিক্রি হয়েছে।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

সিলেটের অনাবাদি পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে : মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা

মতবিনিময় সভায় মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ) প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ) বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সিলেটের অনাবাদি পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে, আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে বাজারে সবজির দাম বেশি, কিন্তু কৃষকরা উৎপাদিত ফসল ও সবজির ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না, কৃষকেরা যেন লাভবান হয় সে বিষয়ে কৃষি বিভাগকে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে সারের কোন ঘাটতি নেই। তিনি রাসায়নিক সার প্রয়োগ কমিয়ে জৈবসার বা সবুজ সার প্রয়োগ বাড়াতে আহ্বান করেন।

সিলেট জেলা প্রশাসন এর আয়োজনে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় সিলেটের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. সারওয়ার আলম সভাপতিত্ব করেন। মতবিনিময় সভায় সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সিলেট জেলার দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কৃষি সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান রাজশাহী অঞ্চলের কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলায় বিএমডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত "বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ-২ পর্যায়" প্রকল্পের সেচ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ও উপস্থিত কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান। সেখানে বৃক্ষের চারা রোপণ করেন ও উপজেলার হাটপাড়া এলাকায় পদ্মা নদীতে স্থাপিত সরমঙ্গলা ভূ উপরস্থ সেচ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর গোদাগাড়ী উপজেলার মোহনপুরে পার্টনার প্রোগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়িত সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্রের কার্যক্রম পরিদর্শন করে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, আমাদের দেশে সারের সঙ্কট নেই। যথেষ্ট সার মজুদ রয়েছে এবং সরকার সারের জন্য অনেক ভর্তুকি ও কৃষকদের আয় বাড়াতে বিনামূল্যে প্রণোদনা দিচ্ছে। তবে সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তা না হলে জমি উৎপাদনশীলতা

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দিনাজপুরে গম ও ভুট্টার বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসুচি প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর এর আয়োজনে "বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মসুচি প্রণয়ন কর্মশালা ২০২৫" বিষয়ে ০৬ দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ইনস্টিটিউটের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. আবু জুবাইর হোসেন বাবলু, অতিরিক্ত সচিব, গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আব্দুল হাকিম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বিডাব্লিউএমআরই; ড. মো. মাহফুজ বাজ্জাজ, পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর), বিডাব্লিউএমআরই; মো. সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রংপুর অঞ্চল এবং মো. রিয়াজুল উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, দিনাজপুর অঞ্চল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ড. সলাহ্উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিচালক, বিডাব্লিউএমআরই

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd